بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জার্মানীতে প্রদত্ত ২৩শে অক্টোবর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- এটি আল্লাহতাআলার অনুগ্রহ ও ক্ষমতা যে প্রতিটি যাত্রাতে তিনি স্বীয় সমর্থন ও কুদরত এর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। তিনি বলেন,- বিগত দিনগুলিতে আমি হল্যান্ড এবং জার্মানীর যাত্রাতে ছিলাম। ননস্পিট এর একটি এলাকা যেখানে আমাদের কেন্দ্রস্থল আছে, ওখানকার এক সাংসদ যাঁর সহিত দু-এক বছর পূর্বে জামাতের পরিচয় হয়েছিল, এবং আমার সহিতও হল্যান্ডের এক জলসায় সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর সাহায্যে হল্যান্ডের পার্লামেন্ট হাউসে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ আল্লাহতাআলা করে দেন। হল্যান্ড জামাতের অবস্থাকে দৃষ্টিপটে রেখে যদি দেখা যায় তাহলে আমার ধারণা আল্লাহতাআলার অনুগ্রহ যে অপেক্ষাকৃত সফল অনুষ্ঠান ছিল এটি।

এই অনুষ্ঠানে ৮৯ গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব যোগদান করে, যাতে ডাচ সংসদের সদস্যবৃন্দ ছাড়া স্পেন, আয়ার্ল্যান্ড, সুইডেন, ক্রোশিয়া, মোন্টিনিগ্রো, আলবানিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, ভারত, ফিলিপিন, ডেনমার্ক এবং সাইপ্রাস এর সম্পর্কযুক্ত সংসদের কর্মকর্তা, রাষ্ট্রদূত এবং কিছু অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। যাইহোক, হল্যান্ডের জামাত এবার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যে সম্পর্কস্থাপন করেছে, সংবাদপত্রের সঙ্গে, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, আমি আশা করি যে, এ ক্ষেত্রে তারা অধিক উন্নতি সাধন করতে সচেষ্ট হবে এবং যে কর্ম সম্পাদন তারা ইতিমধ্যে করেছে সেটিকে তারা চূড়ান্ত প্রাপ্তি বলে মনে না করে। সেখানে পার্লামেন্ট কক্ষে যে অনুষ্ঠানটি ছিল তাতে আমি আঠারো হতে কুড়ি মিনিট সংক্ষেপে ইসলামী শিক্ষা এবং ঘটমান সংকটাবলীর বর্ণনা করেছি। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী অতিথিবৃন্দ এবং অনুষ্ঠানের শ্রোতাবর্গ, এবং যারা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তাদের উপর ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

যাইহোক এটি খোদাতাআলার কাজ, তাই তিনি হৃদয়গুলিতে আধিপত্য স্থাপন করে প্রতাপ সঞ্চার করেন। মনুষ্য প্রচেষ্টা তো কিছুই করতে সক্ষম নয়। এই অনুষ্ঠানটি সম্পাদন হওয়া স্বয়ং খোদাতাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, নতুবা হল্যান্ডের জামাত যদি বলে কারুর চেষ্টায় এটি হয়েছে বা জামাতের চেষ্টাতে সম্ভব হয়েছে অথবা কোন ব্যক্তির প্রচেষ্টাতে হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বরং আমার ধারণা এই যে, অধিকাংশ লোকই এটি বলবে যে, আমরা অনুধাবন করতে পারিনি যে এটি কিভাবে সম্পাদিত হোল। যে সাংসদ এটিকে পরিচালিত করেছিলেন, তিনি বলেন যে,- আমাকে বহু সদস্য (পার্লামেন্ট)এর প্রশ্ন করে যে, এই অনুষ্ঠানটি কিভাবে তুমি আয়োজন করাতে সফল হলে। তাই কেবলমাত্র আমাদের লোক নয় বরং অপরাপর ব্যক্তিদের নিকটও এটি ভীষণ কষ্টসাধ্য কর্ম ছিল যে, একটি ক্ষুদ্র জামাতের অনুষ্ঠান এভাবে পার্লামেন্ট কক্ষে সম্পাদিত হোত। সেই পার্লামেন্টের সদস্য বলেন যে,- এই যে অনুষ্ঠানটি ছিল, এটি উপস্থিতির দৃষ্টিকোণ হতে আমার আশাতীত, যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সাফল্যমন্ডিত ছিল, এবং তিনি আরও বলেন যে, -এবার এটির সুদূরপ্রসারী পরিণাম প্রকাশ পাবে কারণ জামাতের ইমাম নিজ বার্তা খুবই কার্যকরীরূপে প্রদান করেছেন, হল্যান্ডনিবাসীর এটি অধিকার আছে যে, তাদের ইসলামের শান্তিপ্রিয় চেহারাও দেখানো হোক। তাদের এই বার্তার প্রয়োজন আছে। খলিফাতুল মসীহের সহিত পার্লামেন্টের এই অনুষ্ঠানপর্ব প্রথম পদক্ষেপ ছিল। এবার আমরা অধিক এরূপ কর্মসম্পাদন বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো। এছাড়া আরও বহু সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার রূপ দেখানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। হল্যান্ডের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রীও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শেষেও আমার সাথে বহুক্ষণ উপবিষ্ট থাকেন এবং কথোপকথন করেন। তিনি নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,- আপনার বার্তা দ্বারা ইসলামের প্রকৃত রূপ দেখার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে এবং এবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, আপনি বারংবার হল্যান্ডে আসুন যাতে মানুষের হৃদয় হতে ইসলাম বিরোধী মনোভাব লোপ পায়। আবার তিনি বলেন,- পার্লামেন্ট কমিটির প্রশ্নাবলীর আপনার দেয় উত্তরাবলী যে কোন উপযুক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির চক্ষু উন্মোচিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এই অনুষ্ঠানে স্পেনের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন যে,- বিশেষত যেভাবে জামাতের ইমাম সাহেব freedom of speech বা বাকস্বাধীনতা এবং ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বিষয়ক স্পর্শকাতর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তা সর্বধিক যথোপযুক্ত ছিল আবার এও বটে যে বক্তৃতা চলাকালীন ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে ইসলামী

শিক্ষানুযায়ী যে বিষয়গুলির বর্ণনা করলেন তা হৃদয়গ্রাহী ছিল, এবং আমি সেগুলি সমর্থন করছি কারণ সর্বধর্ম এবং আন্তঃধর্মীয় সমঝতার জন্য সেই মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

স্পেনের পার্লামেন্টের সদস্য বলেন যে,- মানবতার নিরিক্ষে, শান্তি, স্বাধীনতা এবং খোদাতাআলা যিনি সমস্ত জীবজগতের সৃষ্টিকর্তা তাঁর প্রতি ভালবাসা-প্রেমের আকর্ষণীয় বার্তা শুনে প্রসন্নতা লাভ হোল। এরূপ পৃথিবীর জন্য যেখানে যুদ্ধ ও ধর্মের নামে কৃত নৃশংসতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই ধরনের শান্তির বার্তার উপর আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ। আজ পূর্বের চেয়ে অধিক ঐ সমস্ত মানুষের যারা শান্তি চান এবং ধর্মের উপর পরিচালিত হন তাদের সহিত একমত বা ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিৎ। আমাদের মাঝে দ্বন্দ্বসৃষ্টিকারী কথায় গুরুত্ব না দিয়ে তার পরিবর্তে আমাদের ঐ সমস্ত কথায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করা উচিৎ যে কথাগুলি আমাদের মাঝে সমশ্রেণীভুক্ত বা ঐক্যমতস্থাপন করে।

মোন্টিনিগরো হতেও তিনজন ব্যাক্তির আগমন হয়েছিল তাঁদের একজন জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন, তিনি বলেন যে,- এই অনুষ্ঠান জামাতের জন্য বিরাট বড় সাফল্য ছিল যে, তাদের নেতা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বড়ই উচ্চ পর্যায়ের বা উন্নত স্তরের উপস্থাপন করেছেন। হল্যান্ডের পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রশ্নগুলি বড়ই আক্রমাণত্বক ছিল, পরন্তু তিনি তার উত্তরগুলি বড়ই যুক্তিপূর্ণ এবং বাস্তবিকতার নিরিক্ষে প্রদান করেছেন এবং এর দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, জামাতের নেতা সাহসিকতার সহিত ও আত্মনির্ভর হয়ে যুক্তিযুক্ত কথা বলে থাকেন। তিনি বলেন যে,- আজকের বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে এরূপ অনুষ্ঠানাদি নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের মানবতা সংঘের দুইজন সদস্যা ওখানে উপস্থিত ছিলেন তারাও বলেন যে,- এই বার্তা যা পার্লামেন্টে দেওয়া হোল এই সমস্ত নীতিনির্ধারকদের নিকট পৌঁছানো উচিৎ।

ক্রোশিয়া হতে তাদের ক্ষমতাশীল পার্টির পার্লামেন্টের একজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে,- জামাতের ইমাম ইসলামী শিক্ষাকে বড়ই স্পষ্ট এবং কার্যকরীভাবে উপস্থাপন করেছেন। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিরিক্ষে ইসলামী শিক্ষা বড়ই কার্যকরী। যদি সমস্ত মুসলমানজগৎ এই শিক্ষার উপর সত্য হৃদয়ে কার্যকরী করে, তো পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে। তিনি বলেন যে,- freedom of speech বা বাক স্বাধীনতা সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার নেতা যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন তা ভীষণ আবেগপূর্ণ ছিল বিশেষত 'হলোকষ্ট' সম্পর্কে কিছু দেশে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা আছে তার ভিত্তিতে তাঁর বর্ণনা অধিক ফলপ্রসূ ছিল। আবার বলেন,- এই বাস্তবতা সত্ত্বেও পাকিস্তানে আহমদীদের উপর অত্যাচার হয়েছে জামাত আহমদীয়ার প্রধান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি সমালোচনা করাকে এড়িয়ে যান এবং উন্নত দৃষ্টিকোণ এর সহিত ইসলামী শিক্ষার উপর কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য মুসলিম বিশ্বকে আবেদন করেন যা কিনা বড়ই চিত্তাকর্ষক বা হৃদয়গ্রাহী ছিল। বলেন,- অস্ত্রশস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা, ফান্ডিং বা তহবীল সংস্থান বন্ধ করতে যে প্রাসঙ্গিক তথ্য দিলেন তা বড়ই বাস্তবসম্মতছিল। প্রকৃতপক্ষে যদি পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলি ঐ সমস্ত বিষয়গুলির উপর গম্ভীরভাবে এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্যকরী করে পৃথিবী শান্তির অভিমুখে প্রত্যাবর্তিত হবে।

সুইডেন হতে আগত পার্লামেন্টের সদস্য বলেন যে,- বক্তব্য ভীষণ ভাল ছিল, প্রভাবশালী ছিল এবং ধর্মীয় নেতা হিসাবে তিনি পৃথিবীর ক্ষমতাবানদেরকে আন্দোলিত করেন, বক্তব্যে একটি গূঢ় সত্য ছিল কোন মন্ত্রণা ছিল না। শান্তি, ন্যায়বিচার সম্বলিত মানবিকতা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন সম্পর্কিত জামাতের ইমাম সাহেব বড়ই সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় দৃষ্টিআকর্ষণ করেন এবং বিশ্বকে একটি বাণী পৌঁছে দেন।

আর্মসটারডান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যিনি বৌদ্ধ, ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তিনি নিজস্ব ভাবাবেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে,- জামাতের ইমাম সাহেব ইসলামী শান্তির ভিত্তিতে শিক্ষার যে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন তাতে আমার একটি বিষয়ে অনুমান হয় যে, Inter Faith Dialog বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অনুষ্ঠানে আহমদীয়া জামাতের প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য। এবার আমাদের অনুষ্ঠানগুলিতে জামাতের যোগদান আবশ্যকীয় যাতে ইসলামের প্রকৃত এবং বাস্তব চিত্র আমাদের সম্মুখে আসতে পারে।

চার-পাঁচদিন হল্যান্ডে অবস্থানকালে প্রত্যহই কোন না কোন সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিসন এর প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার হতে থাকে। বহু দীর্ঘ আলোচনা এদের সাথে হতে থাকে। আধা ঘন্টা হতে পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত বরং চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত এক একটি সাক্ষাৎকার হতে থাকে যাতে তাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পদমর্যাদা ও দাবী ইসলামী শিক্ষা, বিশ্বশান্তি, খেলাফত ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়। সামগ্রিকভাবে দেখা গেলে সংবাদমাধ্যমে হল্যান্ডে তাদের এবার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল, আশি লক্ষ মানুষ পর্যন্ত বার্তা পৌঁছায়, হল্যান্ডের ভূমিতে হল্যান্ড জামাতের দ্বিতীয় মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সৌভাগ্য হয়। আল্লাহতাআলা মসজিদটির নির্মাণকার্য দ্রুত সম্পন্ন করতে সাহায্য করুন। ষাট বছর পর স্বাভাবিক মসজিদ নির্মাণ জামাত করছে। সেন্টার তো আছে, এক-দুটি সেন্টার নেওয়া হয়েছিল,

পরন্তু নিয়মিত মসজিদ সেখানে ছিল না এবং সময়ের উপযোগী ছিল যে একটি মসজিদ হতো। ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যা ছিল এক শত দুই। আলমিরে শহরে যেখানে মসজিদ নির্মাণ চলছে সেখানে মেয়র, জাজ, আইনজীবি, ডাক্তার, স্থাপত্যশিল্পী, ধর্মীয় নেতা এবং জীবজগতের বিভিন্ন বিভাগের সহিত সম্পর্কযুক্ত অতিথিগণ যোগদান করেন। এছাড়া আলবানিয়া, মন্টিনিগ্রো, ক্রোশিয়া, সুইডেন, স্পেন এবং সুইজারল্যান্ডের অথিতি একদিন পূর্ব হতে অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, তাঁরাও যোগদান করেন। আলমিরের মেয়র সাহেব নিজ প্রতিবেদনে বলেন যে,- আপনার কথা শুনে হৃদয় প্রভাবিত হয় এবং এ বার্তা যা আপনি দিয়েছেন একটি শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য ভীষণ প্রভাবশালী ছিল এবং আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে এটিকে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে। তিনি আবার বলেন যে,- আমরা আশা করি যে এই মসজিদটির মাধ্যমে এই বার্তা শান্তির বার্তা অবশ্যই প্রসারতা লাভ করবে।

সেখানকার এক স্থানীয় কাউন্সিলের সদস্য বলেন যে,- এই বার্তাটি শিক্ষিত চিন্তাবিদ প্রকৃতির মানুষের জন্য পথনির্দেশক স্বাব্যস্ত হবে। এক রাজনৈতিক দল লিবারেল পার্টির নেতা বলেন যে,- মনে হয় সুদূর ভবিষ্যতে আপনার জামাতই বিশ্বশান্তির নিশ্চয়তা প্রদানকারী স্বাব্যস্ত হবে।

সেখানে একটি মুসলিম রেডিও-ও প্রচলিত আছে 'জাতীয় মুসলিম রেডিও' নামে। যেদিন মসজিদের ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠান ছিল সেদিন এই রেডিও সাড়ে চার মিনিটের একটি প্রতিবেদন আলমিরে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের সম্প্রচারিত করে, যাতে দ্বিতীয় মসীহর আগমন, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)আগমনের উদ্দেশ্যের উল্লেখ ছিল এবং আমার সম্পর্কেও জানায় যে মসীহ মাওউদের খলিফা আলমিরে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকল্পে এখানে আগমন করেছেন। এই প্রতিবেদনে ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানের সময় দেয় বক্তব্যের কিছু অংশও শোনানো হয়।

হুযুর (আইঃ) বলেন যে,- এর পর জার্মানীতে দুইটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। সেখানেও শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষিত স্তরের মানুষ আগমন করে, এখানেও সুন্দর অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। জামাতের পরিচিতি তো সেখানে পূর্ব হতেই ছিল, আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নর্ডহর্নে হল্যান্ড হতে জার্মানী যাবার পথে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সেখানে আবার একটি টি.ভি চ্যানেল একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সংবাদও প্রসার করে। এক প্রাক্তন মেয়রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানশেষে তিনি বলেন,- আমি আমার সঙ্গীদেরকে বলে দিয়েছি যে, এই রবিবার তোমাদের চার্চে বা গীর্জায় যাবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ যা কিছু আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল তা এই খলিফা বর্ণনা করে দিয়েছেন। তো এভাবেও কিছু মানুষ নিজ চিন্তাধারা ব্যক্ত করে থাকেন। আল্লাহতাআলা বাস্তবেও এদের হৃদয় উন্মোচন করুন এবং বাস্তবিকভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে অনুধাবন করে গ্রহণকারী হোন। এক জার্মান মহিলা বলেন যে,- সত্য সত্যই এটি খুবই সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল আমি ইসলাম সম্পর্কে অধিক কিছু জ্ঞান রাখি না পরন্তু আজ যেভাবে খলিফাতুল মসীহ আমাকে বুঝিয়েছেন ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

এরূপে আরেকজন জার্মান ব্যক্তি বলেন যে,- আমি ক্যাথোলিক ধর্মাবলম্বী এবং আজ আমি আরেকটি সুন্দর ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে কিছু শিখলাম। খলিফার বক্তৃতা শুনে আমার ইসলাম সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহ জন্মে। তিনি আমাদের ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব বোঝান। তিনি বলেন,- আমি জানতে পেরেছি যে ইসলামের ভিত্তি প্রেম, স্বাধীনতা ও শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার সবচেয়ে ভাল যে কথাটি অনুভূত হয়েছে যে, তিনি (হুযুর আই:) বলেন যে,- ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকারের উপর বহুল প্রাধান্য দেয়। এক জার্মান মহিলা বলেন যে,- আমি ধার্মিক নই আর না আমি কোন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, বরং আমি এ বিষয়েও অজ্ঞ যে পৃথিবীতে একজন খলিফাও আছেন, কিন্তু আজ যখন আমি সেই খলিফার সাক্ষাৎ লাভ করি ও তাঁর কথা শ্রবণ করি তো তিনি বলেন যে,- আজ আমি ইসলাম সম্পর্কে সর্বোত্তম মন্তব্য নিয়ে যাচ্ছি। আমি শিখেছি যে মসজিদ কেবলমাত্র ইবাদত বা প্রার্থনাস্থল নয় বরং মানবতার সেবার জন্যও বিদ্যমান। আমি এও শিখেছি যে, মসজিদ প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবারও স্থল। আমি শিখেছি যে, মসজিদ শান্তি প্রসারের স্থল, ইসলাম সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নাবলী বা ভীতি যা মানুষের মধ্যে থাকতে পারে তা জামাতের ইমামের বক্তব্য শুনলে দূরীভূত হয়ে যায়। একজন জার্মান মহিলাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি নিজ ভাবাবেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে,- আপনাদের যে কর্মব্যবস্থা তাতে প্রত্যেকটি সদস্য একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি (আইঃ) বলেন,- এই সমস্ত প্রতিক্রিয়া যা মানুষের হয়ে থাকে তা আমাদেরকে স্মরণ করানোর জন্যও হয়ে থাকে যে আমাদের সর্বক্ষণ নিজ আচরণ এমনভাবে করা উচিৎ বিচারবুদ্ধিসম্পন্নই পরিলক্ষিত হয় যেন। এটি শুধুমাত্র স্বল্পক্ষণের জন্য যেন না হয়, বরং এটি নিজ মধ্যে অপরিবর্তনীয় বা দীর্ঘস্থায়ী বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিৎ। যাহোক এরা মনে করে থাকে যে, স্বাধীনতার নামে শিশুদের নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়, অনেক কিছু আছে এখানে, স্থানীয় অধিবাসীরা ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত এ সমস্ত বিষয়ের কারণে, এজন্য আমাদের বাচ্চাদেরও আমরা বিশেষ করে গৃহে বুঝানো প্রয়োজন যে, প্রত্যেক সেই বিষয় যা

তারা বলে তা সবটা সত্য নয়, বরং তোমাদের ইসলামী মূল্যবোধের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন এবং তাতে যত্নশীল হও। এভাবে এক স্বামী-স্ত্রী সেখানে উপবিষ্ট ছিল সেখানে এক আহমদীর সহিত পর্দা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়, এখানে কেবল পুরুষ উপস্থিত কেন হয়েছে, মহিলা কেন অনুপস্থিত? মহিলাদের জন্য পৃথক মার্কি কেন? ইত্যাদি। যখন তারা আমার বক্তব্য শুনে নেন, এবং তাদেরকে পর্দার উদ্দেশ্যসমূহ অবহিত করানো হয়, তখন তারা বললেন যে,- পাশ্চাত্যে নারীদের স্বাধীনতা শুধুমাত্র শ্রেণীসাপেক্ষ বা বাহ্যিক, এবং এটি প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, এবং তিনি বলেন যে, আপনারা যেভাবে পর্দার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এবার আমি অবহিত হলাম যে, এতেই মহিলাদের প্রকৃত গৌরব, তাই অপরাপর মানুষেরা এখন ইসলামী শিক্ষাকে অনুধাবন করছে, সেজন্য আমাদের মহিলাদের পর্দা বিষয়ে যে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয় কখনও তা হওয়া উচিৎ নয়, এবং দ্বিধা ও কৃত্রিমতার পরিবর্তে তাদের বিশ্বাস বা ভরসা বৃদ্ধি হওয়া উচিৎ।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এরূপ বহু অতিথির ইমানবর্দ্ধক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,- জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর প্রথম শ্রেণী বা গ্রুপ তাদের সাত বছরের পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করে এ বছর বেরিয়ে আসে। ১৬ জন মোবাল্লেগ তৈরী হয়েছে। তাদের সমাবর্তন উৎসবও ছিল। আমার জার্মানী যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য তো এটিই ছিল। ২০০৮সনে এখানে জামেয়ার উদ্বোধন হয়, বায়তুল সুবুহ-র ছোট্ট ভবনে কতকগুলি কক্ষ নিয়ে এটি আরম্ভ হয় এবং আল্লাহতাআলার কৃপায় আজ তারা জামেয়ার নিয়মিত অট্টালিকা নির্মাণ করে, যেখানে সর্ব প্রকার সুযোগ-সুবিধা বর্তমান।

খুতবা জুমআ শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর সর্বশেষ পুত্র মির্যা মাজহার আহমদ সাহেবের গায়েবানা জানাজা নামাজ পড়ানোর ঘোষণা করেন যিনি ১৪ই অক্টোবর ২০১৫ মৃত্যুবরণ করেন। সৈয়দনা হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মির্যা মাজহার আহমদ সাহেবের চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা করতে গিয়ে এই বিষয়টি বলেন যে,- হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাঁর বিবাহের খুতবাতে বলেছিলেন যে, আজ আমি যে নিকাহ এর ঘোষণার জন্য দন্ডায়মান হয়েছি সেটি আমার পুত্র মির্যা মাজহার আহমদের, যার নিকাহ প্রয়াত খান সৈয়দ আহমদ খান এর কন্যা ক্যয়সরা খানম এর সহিত ধার্য হয়েছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে,- দুঃখের বিষয় হোল এই যে, আমাদের জামাত নিজস্ব ইতিহাস স্মরণে রাখার ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন করছে। আমাদের জামাতের ন্যায় দৃশ্যতঃ এরূপ জাতি থাকার সম্ভাবনা খুবই কম যারা নিজ ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন করেছে। খ্রীষ্টানদের ধরা যাক, তারা তাদের ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে এত দুর্বলতার প্রদর্শন করেনি এবং মুসলমানরা তো সাহাবা (রাঃ)দের অবস্থার এমন বিস্তারিত বিবরণ দেয় যে, সেই বিষয়াবলীতে কিছু পুস্তক বরং কোথাও কোথাও হাজার পৃষ্ঠায় সম্বলিত পুস্তকও আছে, কিন্তু আমাদের জামাত একটি শিক্ষিত যুগে জন্মলাভ করা সত্ত্বেও নিজ ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে অলসতা ও গড়িমসির সহিত কর্ম প্রদর্শন করছে। সৈয়দনা হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে,- সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে বা যত্নবান হতে হবে এর পূর্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছে যে, নিজ পারিবারিক ইতিহাসকে, নিজ বংশীয় ইতিহাসকে স্মরণ রাখার চেষ্টা করুন, এবং যে সমস্ত সাহাবা আছেন তাঁদের সমুল্লেখ থাকা প্রয়োজন তাঁদের সম্পর্কে লিখিত হওয়া চাই। এই ঐতিহাসিক কারণের কথা চিন্তা করে আমি এটি বর্ণনা করছি, কিছু অংশ আমার স্মরণে এসেছে যে, কয়েক বছর পূর্বে যখন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয় তাতেও বর্ণনা করেছিলাম। আল্লাহতাআলার নিকট এই দোয়া যে, আল্লাহতাআলা তাঁর সহিত ক্ষমা প্রদর্শন করুন, এবং করুণার দৃষ্টি দেন এবং নিজ প্রিয়দের চরণে স্থান দিন। আমীন

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 23rd October, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA